বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
মুখপাত্র
www.sec.gov.bd

সূত্র নং- বিএসইসি/ মুখপাত্র/০২/২০২৪/৪৯

তারিখ: ২৩ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ০৮ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

# প্রেস বিজ্ঞপ্তি

**বিষয়: বিএসইসি এর সাথে মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ ও পিএইচপি গ্রুপের বৈঠক।**

গত ০৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর সাথে মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ ও পিএইচপি গ্রুপের শীর্ষ উদ্যোক্তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর আগারগাঁও-এ বিএসইসি ভবনে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে বিএসইসি'র কমিশনার জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী, বিএসইসি'র কমিশনার জনাব মোঃ আলী আকবর, বিএসইসি'র কমিশনার জনাব ফারজানা লালারুখ, বিএসইসি'র নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ রেজাউল করিম, মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোস্তফা কামাল, সিটি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. হাসান এবং পিএইচপি গ্রুপের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আকতার পারভেজ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠিত বৈঠকে দেশের পুঁজিবাজারে ভালো মৌলভিত্তিসম্পন্ন শীর্ষস্থানীয় ও স্বনামধন্য কোম্পানি এবং গ্রুপকে তালিকাভুক্তির বিষয়ে অনুপ্রাণিত করতে দেশের অন্যতম বৃহৎ তিনটি গ্রুপের মালিকদের সাথে আলোচনা হয়। পুঁজিবাজারের স্বার্থে বাজারে ভালো মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানির তালিকাভুক্তি জরুরি এবং এই লক্ষ্যে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি আন্তরিকভাবে কাজ করছে। এরই প্রেক্ষিতে দেশের অন্যতম বৃহৎ তিনটি গ্রুপ: মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ ও পিএইচপি গ্রুপের অধীনে থাকা শক্তিশালী মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির বিষয়ে গ্রুপের উদ্যোক্তাদের সাথে আলোচনা হয়। সার্বিকভাবে সফল ও ফলপ্রসূ উক্ত বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে পুঁজিবাজারের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন, তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে কোম্পানির ভ্যালুয়েশন, আইপিও অনুমোদন ও তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও দ্রুত সম্পাদনসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ বলেন, "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং শিল্প-বাণিজ্য খাতে মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ ও পিএইচপি গ্রুপের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এছাড়াও তারা শুধু বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠী হিসেবে সুপরিচিতই নন, তাদের অধীন রাসায়নিক, সিমেন্ট, খাদ্য ও ভোগ্যপণ্য, রিয়েল এস্টেট, বীমা, সিকিউরিটিজ, ইউটিলিটি, ইস্পাত, মুদ্রণ ও প্যাকেজিং, শিপিং, পাওয়ার ও এনার্জি তথা জ্বালানী, শেয়ার এবং সিকিউরিটিজ, বীমা, গণমাধ্যম, স্বাস্থ্যসেবা, স্টিল, গ্লাস, অ্যালুমিনিয়াম, শিপ ব্রেকিং অ্যান্ড রিসাইক্লিং, টেক্সটাইল, পেট্রলিয়াম প্রোডাক্টস, কৃষিজাত পণ্য, লেদার পণ্য, ফিশারিজ ইত্যাদি বিভিন্ন খাতের প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি রয়েছে যা তাদের ব্যবসার ব্যাপ্তি ও ডাইভারসিফিকেশনের স্পষ্ট প্রতিফলন। এইসব বিভিন্ন খাতের গুরত্বপূর্ণ শক্তিশালী মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানিগুলোর দেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তি একদিকে যেমন দেশের পুঁজিবাজারকে আরো শক্তিশালী করবে, অন্যদিকে পুঁজিবাজারের মাধ্যমে অর্থায়নের ফলে এইসব বিভিন্ন খাতের অধিকতর বিকাশের মাধ্যমে দেশের শিল্পায়ন ও উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার সুযোগ তৈরি হবে।"

এরই ধারাবাহিকতায় পুঁজিবাজারে ভালো মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানির তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে দেশের অন্যান্য বড় গ্রুপগুলোর সাথে সভা করবে বিএসইসি। এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে আগামীতে ভালো মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানির তালিকাভুক্তি হবে বলেই বিএসইসি'র প্রত্যাশা। এর মাধ্যমে দেশের পুঁজিবাজারে নতুন গতি আসবে এবং বাজার আরো প্রাণবন্ত রূপ পাবে বলে আশা করা যায়। একটি সমৃদ্ধ ও সফল পুঁজিবাজার গড়তে এবং পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়ন ও সংস্কারের নিমিত্ত বর্তমান কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের পুঁজিবাজারে সংস্কার, উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতের মাধ্যমে অচিরেই বিনিয়োগকারীরা একটি স্বচ্ছ, গতিশীল এবং আধুনিক পুঁজিবাজার পাবেন বলে আশা করা যায়।

Rezaun

মোহাম্মদ রেজাউল করিম
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র